প্রথম অধ্যায়
সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

[বৈশ্বিক অর্থনীতি বিশেষ করে উন্নত দেশসমূহের অর্থনীতির পুনরুদ্ধারে মন্থর গতি এবং অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উদ্ভূত প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের অর্থনীতি টেকসই প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিবিএস ৮ মাসের তথ্যের উপর ভিত্তি করে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করেছে ৬.০৩ শতাংশ। দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে গৃহীত বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি ও সংযত মুদ্রানীতির ফলে গত অর্থবছরে উদ্ভূত মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী চাপ প্রশমিত হয়েছে। মূল্যস্ফীতির হার গত এপ্রিল ২০১২ মাসের ৯.৯৩ থেকে এপ্রিল ২০১৩ মাসে ৭.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। বিশ্ব বাণিজ্যের শ্লথ গতি সত্ত্বেও বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। একই সাথে রেমিট্যান্স প্রবাহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছে। ফলে গত অর্থবছরে বিনিময় হারের যে অস্থিরতা ছিল তা কাটিয়ে বর্তমানে বিনিময় হার স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সামাজিক খাতেও বাংলাদেশ লক্ষ্যণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। আয় দারিদ্র অর্ধেকে নামিয়ে আনা হয়েছে। এমডিজি'র প্রায় সবগুলো লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ সুদৃঢ় অবস্থানে রয়েছে। দেশকে একটি মধ্যআয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ৯২৩ মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে গহীত লক্ষ্যমাত্রাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হলে তা মধ্যআয়ের একটি দেশের মর্যাদা অর্জনে সহায়ক হবে।]

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

বিশ্ব অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে শ্লথ গতি ২০১২ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত অব্যাহত থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঘুরে দাড়াতে শুরু করেছে। ইউরো অঞ্চলে গৃহীত জোরালো কর্মসূচি এবং যুক্তরাষ্ট্রের fiscal cliff উদ্ভূত আর্থিক সংকোচন এর ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ইতিবাচক ধারায় ফিরে এসেছে। ইউরো অঞ্চলের সার্বভৌম ঋণ সমস্যার তীব্রতা বর্তমানে অনেক প্রশমিত হয়ে এসেছে এবং ঋণ সমস্যা মিটাতে তুলনামূলকভাবে ছোট অর্থনীতির দেশগুলো দীর্ঘমেয়াদি সার্বভৌম ঋণ গ্রহণে সমর্থ হয়েছে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল ও উদীয়মান দেশসমূহে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে ইতোমধ্যে গতির সঞ্চার হয়েছে। তবে ইউরো অঞ্চলে বেকারত্ব বৃদ্ধি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থানের ধীর গতির কারণে এসব দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বাড়েনি। ফলে উন্নত এ দেশসমহের বৈদেশিক বাণিজ্যে শ্লথ গতি উন্নয়নশীল দেশসমূহের রপ্তানি বণিজ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে।

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর World Economic Outlook (WEO), April 2013-এ ২০১৩ অর্থবছরে বিশ্বের সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৩.৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে ৪.০ শতাংশে দাঁড়াতে পারে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে। এর মধ্যে উন্নত অর্থনীতির দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ১.২ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ২.২ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এ প্রবৃদ্ধির কারণ মূলত যুক্তরাষ্টের ঋণ ও গৃহায়ণ বাজারের অবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যক্তিখাত শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে কাঙ্খিত মাত্রার চেয়ে অধিক আর্থিক খাতের সমন্বয় প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশসমূহের অর্থনৈতিক কার্যক্রম ইতোমধ্যে গতিশীল হয়েছে। এসকল দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিকাশমান ও উন্নয়নশীল অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ৫.৩ শতাংশ এবং ২০১৪ সালে তা ৫.৭ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস করা হয়েছে।

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক এর Asian Development Outlook, 2013 অনুযায়ী এশিয়ার দেশসমূহে ২০১২ এ অর্থনৈতিক অগ্রগতি হ্রাস পেলেও বহি:খাতের ও একই সঙ্গে ব্যক্তি পর্যায়ের ভোগব্যয় তথা অভ্যন্তরীণ চাহিদা সমুন্নত রাখার মাধ্যমে ২০১৩ সালে এ অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা ফিরে আসে এবং জিডিপি বৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক বাণিজ্যর প্রসারের ফলে প্রবৃদ্ধি ২০১৩ সালে ৬.৬ শতাংশ ও ২০১৪ সালে ৬.৭ শতাংশে উন্নীত করবে মর্মে পূর্বাভাস করা হয়েছে। সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি ও ক্ষেত্র বিশেষে রাজস্বনীতি, এবং সুসংহত শ্রমবাজার এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ চাহিদাকে

সুসংহত রাখবে এবং পাশাপাশি এ অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জসমূহ যেমন-আর্থিক খাতের ভারসাম্যহীনতা প্রশমনে নজরদারি বৃদ্ধি করা হলে তা এ অঞ্চলের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হবে।

বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

২০০৮-০৯ অর্থবছরের মন্দা হতে উত্তরণের পরপরই ২০১১-১২ এর প্রথমার্ধে বিশ্বব্যাপী মন্দার পুনরাবির্ভাব হওয়ায় বিশ্ব অর্থনীতি পুনরায় চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়। এসময় সামগ্রিকভাবে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি শ্লথ হয়। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে ২০০৯-১০ অর্থবছর হতে প্রতি বছর গড়ে ৬ শতাংশের বেশি জিডিপির প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এসময় রেমিট্যান্স এর ব্যাপক পবাহে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত প্রায় দ্বিগুণের বেশি হয়েছে। বিশ্বের চলমান ভারসাম্যহীনতা সঠিকভাবে মোকাবেলা এবং টেকসই ও দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে গত অর্থ বছরে অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম বাস্বায়ন জোরদার করা হয়। চলতি অর্থবছরেও এসব কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বিভাগের সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থবছরের জন্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়াবে ৬.০৩ শতাংশ, গত অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.২৩ শতাংশ। তাদের পূর্বাভাসে কৃষি খাতে বিগত বছরসমূহের উচ্চ প্রবৃদ্ধির ভিত্তির প্রভাবের ফলে বিশেষ করে শস্য ও শাকশবজি উপখাতে প্রত্যাশিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়ায় সার্বিকভাবে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। পাশাপাশি শিল্প (ম্যানু:) ও সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিও সামান্য হ্রাস পাওয়ায় জিডিপির কাংখিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়ে উঠবে না। তবে কৃষি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে অব্যাহত ঋণপ্রবাহ, খাদ্যশস্য ছাড়াও অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া আগামী ধান রোপন মৌসুমে অনুকূল বৃষ্টি পাওয়া গেলে ধানের ফলন আশানুরূপ হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। আলু ও ভূট্টা ফলনে বাংলাদেশে ব্যাপক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হচ্ছে কিন্তু এই পরিবর্তন এখনো বিবিএসের হিসাবে তেমনভাবে উঠে আসেনি। ফলে চলতি অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাবে কৃষি খাতের প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি প্রাক্কলন করা হয়েছে যথাক্রমে ২.১৭ শতাংশ, ৮.৯৯ শতাংশ ও ৫.৭৩ শতাংশ যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৩.১১, ৮.৯ ও ৫.৯৬। ২০১১-১২ অর্থবছরে মাথাপিছু জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জিডিপি ছিল যথাক্রমে ৮৪০ ও ৭৬৬ মার্কিন ডলার যা ২০১২-১৩ অর্থবছরে যথাক্রমে ৯২৩ ও ৮৩৮ মার্কিন ডলারে দাড়িয়েছে।

বর্তমানে ১৯৯৫-৯৬ সালকে ভিত্তিবছর ধরে স্থিরমূল্যে জিডিপি প্রাক্কলন করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে জিডিপি প্রাক্কলনের ক্ষেত্রে ২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তিবছর হিসেবে ধরা হবে। এতে নতুন নতুন খাত অন্তর্ভুক্ত হয়ে জিডিপির ভিত্তি সম্প্রসারিত হবে।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

দেশজ সঞ্চয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরের ১৯.২৬ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোটেই পরিবর্তিত হয়নি। কিন্তু রেমিট্যান্স প্রবা-হর স-ন্তাষজনক প্রবৃদ্ধির ফ-ল জাতীয় সঞ্চয় ২৯.১৮ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৯.৫১ শতাংশ হয়েছে। গত বছ-রর তুলনায় বেসরকারি বিনি-য়াগ ২০.০৪ শতাংশ থে-ক নে-ম ১৮.৯৯ শতাংশ হ-য়-ছ। কিন্তু সরকারি বিনি-য়াগ ৬.৫০ শতাংশ থে-ক বে-ড় ৭.৮৫ শতাং-শ উন্নীত হ-য়-ছ। তাই মোট বিনি-য়াগ ২০১১-১২ অর্থবছ-রর ২৬.৫৪ শতাংশ থে-ক সামান্য বৃদ্ধি পে-য় ২৬.৮৪ তে পৌঁ-ছ-ছ।

মূল্যস্ফীতি

গত ২০১১-১২ অর্থবছ-র বার্ষিক গড় মূল্যস্ফীতি ছিল ১০.৬২ শতাংশ। এসময় মূলতঃ আন্তর্জাতিক বাজা-র জ্বালানি তেল ও খাদ্যপণ্যের উচ্চমূল্য, অনুৎপাদনশীল খাতে অতিরিক্ত ঋণের প্রবাহ মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রে-খ-ছ। ত-ব বর্তমা-ন মূল্যস্ফীতির চাপ ক-ম এ-স-ছ। প-য়ন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার এপ্রিল ২০১৩ মা-স ৭.৯৩ শতাং-শ দাঁড়ি-য়-ছ যা এপ্রিল ২০১২-এ ছিল ৯.৯৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছ-র এপ্রিল পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতি (বার্ষিক গড়) দাঁড়ি-য়-ছ ৭.৮৫ শতাংশ, গত অর্থবছ-রর একই সম-য় এ

হার ছিল ১০.৯৯ শতাংশ। এসম-য় খাদ্য-মূল্যস্ফীতি স্থিতিশীল র-য়-ছ ও খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি ১৩.৭৭ শতাংশ থে-ক হ্রাস পে-য় ৯.০ শতাং-শ দাঁড়ি-য়-ছ।

কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করায় এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রণয়ন, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে গুরুত্ব প্রদান, উপকূলীয় একোয়াকালচার, উদ্ভাবিত নতুন ফসল ও প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান ইত্যাদি কারণে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশ-স্যর উৎপাদন স-ন্তোষজনক পর্যা-য় থা-ক। পাশাপাশি নিত্য প্র-য়াজনীয় প-ণ্যর সরবরাহ নিশ্চিতকর-ণর পাশাপাশি বাজার ব্যবস্থা মনিটরিং, খোলা বাজা-র নিত্যপ্র-য়াজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রি (ওএমএস) অব্যাহত থাকায় ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য মওজুত থাকায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়নি। অন্যদি-ক, আন্তর্জাতিক বাজার ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ায় খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় সার্বিক মূল্যস্ফীতি হ্রাস পে-য়-ছ। মূল্যস্ফীতি-ক আ-রা কমি-য় আনার ল-ক্ষ্য সরকার রাজস্ব ও মুদ্রা খা-তর সমন্বিত পদ-ক্ষপসমূহ অব্যাহত -র-খ ও অনুৎপাদনশীল খা-ত ঋ-ণর যোগান নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি সংযত (cautious) মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে আগামী দিনগুলোতে খাদ্য-বহির্ভূত মুল্যস্ফীতির চাপও হ্রাস পা-ব আশা করা যায়। মূল্যস্ফীতির উপরোক্ত হিসাব হয়েছে ১৯৯৫-৯৬ সালের ভিত্তিবছর অনুযায়ী। ই-তাম-ধ্য ২০০৫-০৬ সালকে ভিত্তিবছর স্থির করে নতুনভাবে মূল্যস্ফীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়া দ্রুত করা হয়েছে এবং আগামী বছর থে-ক তা কার্যকর হ-ব। সেই হিসা-বও প-য়ন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার গত এপ্রিল ২০১২ মা-সর ৯.৯৩ শতাংশ থে-ক ক-ম মার্চ ২০১৩ মা-স ৭.৯৩ শতাংশ হ-য়-ছ।

রাজস্ব খাত

রাজস্ব আহরণ

রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছ-র নির্ধারণ করা হয় ১,৩৯,৬৭০ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৩.৪৬ শতাংশ)। যার ম-ধ্য এনবিআর কর রাজস্ব ১,১২,২৫৯ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.৮২ শতাংশ)। এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৪,৫৬৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ০.৪৪ শতাংশ) এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ২২,৮৪৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ২.২ শতাংশ)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরী-ত প্রথম নয় মা-স (মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত) আহরিত হ-য়-ছ এনবিআর কর রাজস্ব ৭২,৩০৮ কোটি টাকা, এনবিআর-বহির্ভূত কর রাজস্ব ৭৫,২০৮ কোটি টাকা এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব ১৬,৪০০ কোটি টাকা। সার্বিকভা-ব প্রথম নয় মা-স মোট রাজস্ব আহরিত হ-য়-ছ ৯১,৬০৮ কোটি টাকা, যা গত অর্থবছ-রর একই সম-য়র মোট রাজস্ব আহরণ (৮১,৫১১ কোটি টাকা) অ-পক্ষা ১২.৪ শতাংশ বেশি।

চলতি অর্থবছ-রর মার্চ মাস পর্যন্ত এনবিআর কর রাজস্ব আহর-ণর প্রবৃদ্ধি হ-য়-ছ ১৪.২৮ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছ-রর একই সম-য় প্রবৃদ্ধি হ-য়ছিল ১৮.১৩ শতাংশ। খাতভিত্তিক প্রবৃদ্ধি হয়েছে (ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত) - আমদানি শুল্ক: ২.৮ শতাংশ, আমদানি পর্যা-য় মূল্য সং-যাজন কর: ১২.০২ শতাংশ; আমদানি পর্যা-য় সম্পূরক শুল্ক: -০.৭৬ শতাংশ, স্থানীয় পর্যা-য় মূল্য সং-যাজন কর: ১৯.৭৬ শতাংশ, স্থানীয় পর্যা-য় সম্পূরক শুল্ক: ২.৬৭ শতাংশ এবং আয়কর: ৩০.৮৫ শতাংশ। আমদানির প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাওয়ায় আমদানি শুল্কখা-ত রাজস্ব আহরণ হ্রাস পে-য়-ছ। এছাড়া, কর প্রশাস-ন প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, ক-রর আওতা বৃদ্ধি ও কর প্রদা-ন জনস-চনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রচারণা কার্যক্রমসহ কর ব্যবস্থাপনায় অটোমেশন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা প্রবর্তন , ভ্যাট আইন ২০১২ প্রণয়ন ইত্যাদির ফ-ল স্থানীয় পর্যা-য় কর-রাজস্ব আহরণ বি-শষ ক-র আয়কর খা-ত রাজস্ব আহর-ণ উ-ল্লখ-যাগ্য প্রবৃদ্ধি হ-য়-ছ। জুলাই-মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত এনবিআর-বহির্ভূত কর-রাজস্ব আহর-ণর প্রবৃদ্ধি ১৩.৯৮ শতাংশ এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহর-ণর প্রবৃদ্ধি হ-য়-ছ ৪.৫২ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছ-র ৫৪.৪৮ শতাংশ ছিল । মূলত টেলিকম খা-তর টু-জি মোবাইল লাই-সন্স নবায়ন ফি বাবদ অর্থ জমা হওয়া কর-বহির্ভূত খা-ত রাজস্ব আহর-ণর এ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। চলতি অর্থবছর কর-বহির্ভূত রাজস্বের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছ-রর প্রবৃদ্ধির তুলনায় কম হ-য়-ছ।

সরকারি ব্যয়

চলতি অর্থবছ-রর সং-শাধিত বাজেটে মোট ব্যয় প্রাক্কলন করা হ-য়-ছ ১,৮৯,৩২৬ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১৮.২ শতাংশ), যার ম-ধ্য অনুন্নয়ন ব্যয় ১,১০,৭০৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১০.০ শতাংশ) এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ৫৭,৫৭৫ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৫.৬ শতাংশ)। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-ত বরাদ্দকৃত বৈদেশিক সহায়তার ব্যয় সন্তোষজনক না হওয়ায় মূল এডিপি ব্যয় ৬০,১৩৭ কোটি টাকা হ-ত সংশোধিত এডিপিতে প্রাক্কলন কিছুটা হ্রাস করা হ-য়-ছ। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খা-ত ভর্তুকি ব্যয় যৌক্তিকীকরণ করার ফ-ল অনুন্নয়ন বা-জ-টর সং-শাধিত বরাদ্দও মূল বা-জট (১,১১,৬৭৫ কোটি টাকা) হ-ত হ্রাস পে-য়-ছ। বিপিসি এর অনুকূ-ল জ্বালানি ভর্তুকি বৃদ্ধি পাওয়ায় সার্বিক ভর্তুকি বরাদ্দ কিছুটা বে-ড়-ছ । ত-ব সার্বিকভাবে সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন মূল বা-জট হ-ত ১.২ শতাংশ হ্রাস পে-য়-ছ। সাময়িক হিসাব অনুয়ায়ী অর্থবছ-রর মার্চ পর্যন্ত -মাট ব্যয় হ-য়-ছ ৯৭,০০১ কোটি টাকা, যার ম-ধ্য অনুন্নয়ন ব্যয় ৬৮,৩৫৫ কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় ১৯,৯৭৫ কোটি টাকা।

বা-জট ভারসাম্য ও অর্থায়ন

২০১২-১৩ অর্থবছরে মূল বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৬,০২৪ কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.৪ শতাংশ। সং-শাধিত বা-জ-ট ঘাটতি হ্রাস পে-য় দাঁড়ি-য়-ছ ৪৩,৯৩৭ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৪.২ শতাংশ)। ঘাটতি অর্থায়-ন বৈ-দশিক উৎস হ-ত ১১,৯০৩ কোটি টাকা (জিডিপি'র ১.১ শতাংশ) এবং অভ্যন্তরীণ উৎস থে-ক ৩১,৭১১ কোটি টাকা (জিডিপি'র ৩.১ শতাংশ) সংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হ-য়-ছ।

আর্থিক খাত

বিশ্বমন্দা-পরবর্তী সময়ে অভ্যন্রীণ ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সামষ্টিক অর্থনীতির চলমান পরিস্থিতিতে চলতি অর্থবছর এর জন্য প্রণীত মুদ্রানীতিতে অন্র্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির (Inclusive growth) পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি এবং লেনদেন ভারসাম্যে চাপ মোকাবেলার জন্য গত বছরের ন্যায় মুদ্রানীতিতে সংযত ও সর্তকতামূলক নজরদারি অব্যাহত রাখা হয়েছে। এ মুদ্রানীতির লক্ষ্য মুদ্রা যোগানের প্রবৃদ্ধি দেশজ উৎপাদন-এর প্রকৃত প্রবৃদ্ধির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি মন্দাজনিত চাহিদা দুর্বলতার ঝুঁকির প্রেক্ষাপটে ২০১২-১৩ অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতি সুদ হার (রেপো ও রিভার্স রেপো) ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমিয়ে আনা হয়। ২০১১-১২ অর্থবছরে নীতি সুদ হার দু'দফায় মোট ১০০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করা হয়েছিল। মুদ্রানীতির সুষ্ঠু বাস্বায়নে আর্থিক খাতে গৃহীত বিভিন্নমুখী ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে ঋণ শেণীকরণ ও প্রভিশনিং সংক্রান্ নির্দেশনাকে কঠোরতর করে বিশ্বমানের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা; অনসাইট ও অফসাইট সুপারভিশন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও পুনর্বিন্যাস, ঋণপত্র স্থাপনা এবং অভ্যন্রীণ বিল ক্রয়ে অনলাইন সুপারভাইজরি রিপোর্টিং আবশ্যকতা, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আর্থিক স্বচ্ছতার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি বৃদ্ধি ইত্যাদি।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০১২-১৩ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি মাস শেষে বছরভিত্তিতে সংকীর্ণ মুদ্রা (Narrow Money-M1) ও ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money-M2) প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এসময় ব্যাপক মুদ্রা ও সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১৮.১১ শতাংশ ও ১১.০৮ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ছিল যথাক্রমে ১৭.৬০ শতাংশ ও ৬.৫৬ শতাংশ। এসময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ও তলবি আমানত উভয়ই বৃদ্ধির কারণে সংকীর্ণ মুদ্রার এ উল্লেখযোগ্য হারে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। এছাড়াও মেয়াদি আমানতের প্রবৃদ্ধির ফলেও সার্বিকভাবে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হয়েছে। অন্যদিকে, নিট অভ্যন্রীণ সম্পদ হ্রাস পেলেও নিট বৈদেশিক সম্পদ ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৭.৬৪ শতাংশে যা পূর্ববর্তী বছরে ১১.৮৫ শতাংশ ছিল।

২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ ২০১৩ শেষে বছরভিত্তিতে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্রীণ ঋণ ১২.৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২২.৪৫ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.৭২ শতাংশ, পূর্ববতী অর্থবছরে একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৪৫ শতাংশ। তবে এসময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় মাত্র ৮.৪০ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ৪৮.৫৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেসরকারি ব্যাংকগুলোর ঋণ যাতে উৎপাদনশীল খাতে ব্যবহৃত হয় সেবিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এর তদারকি ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে। আর্থিক খাতের সার্বিক পরিস্থিতি আরও সুসংহত ও সুদৃঢ় করা এবং আন্র্জাতিক সর্বোত্তম অনুশীলন ও ব্যাসেল কোর নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে নিবিড় তদারকি প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ঋণশ্রেণীকরণ এবং প্রভিশনিং সংক্রান্ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সুদের হার

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সুদের হার যৌক্তিকীকরণসহ আমানত ও ঋণের সুদ/মুনাফা হার প্রতি মাসে একবার পরিবর্তন এবং স্ব স্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশের বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি উচ্চতর ঝুঁকিবাহী ভোক্তা ঋণ (ক্রেডিট কার্ড ঋণ সমেত) ও এসএমই ঋণ ছাড়া অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার এবং আমানত সংগ্রহের গড়ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread নিম্নতর এক অংক (lower single digit) পর্যায়ে সীমিত রাখার সিদ্ধান্ গৃহীত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ প্রদানের সুদের হার এবং আমানতের সুদের হারে মিশ্র গতি পরিলক্ষিত হয়। ঋণের গড় ভারিত সুদের হার জুন ২০১১ শেষে ১২.৪২ শতাংশ ছিল, যা জুন ২০১২ শেষে ১৩.৭৫ শতাংশে পৌঁছেছিল। তবে জানুয়ারি ২০১৩ শেষে তা সমান্য হ্রাস পেয়ে ১৩.৭৩ শতাংশে দাড়ায়। পক্ষান্রে, আমানতের সুদ হার জুন ২০১১ শেষে ৭.২৭ শতাংশ ছিল যা জুন ২০১২ শেষে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.১৫ শতাংশে দাঁড়ায়। একইভাবে, আমানতের সুদ হার জানুয়ারি ২০১৩ শেষে আরও কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৬০ শতাংশে দাঁড়ায়। ফলে, আমানতের সুদ হার ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির ফলে সুদের হারের ব্যাপ্তি জুন ২০১২ শেষের ৫.৬০ পার্সেন্টেজ পয়েন্ট থেকে কিছুটা হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ শেষে ৫.০৫ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে দাঁড়ায়।

পুঁজিবাজার

২০০৮-০৯ অর্থবছর নাগাদ বৈশ্বিক মন্দাকালে পুঁজিবাজার চাঙ্গা থাকে, তবে মন্দা পরবর্তী সময়ে পুঁজিবাজারে বড় ধরনের মূল্য সংশোধন ঘটে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১১ সালের জুন মাসের ৪৯০টি থেকে বেড়ে ২০১২ সালের জুন ৩০ তারিখে ৫১১ টিতে দাঁড়ায় যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৩৩৬২.৯৬ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী বছরের ৮০৬৮৩.৯০ কোটি টাকার তুলনায় ১৫.৭ শতাংশ বেশি। ৩০শে জুন ২০১১ এর সকল সিকিউরিটিজের মোট বাজার মূলধনের ১২.৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৩০ শে জুন ২০১২ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ২,৪৯,১৬১.২৯ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১১ সালের জুন শেষে ২৩.৮৭ শতাংশ হ্রাস পায় ও জুন ৩০, ২০১২ এ হ্রাসের হার ৭.৭৫ শতাংশ । জুন-ডিসেম্বর, ২০১২ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন গত বছরের ৯৩,৩৬২.৯৬ কোটি টাকা থেকে ১.৭৪ শতাংশ বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে ।

অপরদিকে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০১১ সালের জুন মাসের ২৩৮টি থেকে বেড়ে ২০১২ সালের জুন ৩০ তারিখে ২৫১ টিতে দাঁড়ায় যার ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৭৫২৭.৪৯ কোটি টাকা যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২৪.৪৫ শতাংশ বেশি। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সার্বিক শেয়ার মূল্যসূচক ২০১১ সালের জুন শেষে ১৯.৪৮ শতাংশ নেমে আসে যা জুন ৩০, ২০১২ এ ৬.৪২ শতাংশে নামে। জুন-ডিসেম্বর, ২০১২ সময়ে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ৩.৩৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও ইস্যুকৃত বাজার মূলধন গত বছরের থেকে ৪.৩৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে ।

বৈদেশিক খাত

রপ্তানি

২০০৮-০৯ সময়ের মন্দা পরিস্থিতি থে-ক বিশ্ব অর্থনীতি বেরি-য় আসার সা-থ সা-থ বাংলা-দ-শর রপ্তানি খাত গত ২০১০-১১ অর্থবছ-র সুদৃঢ় অবস্থা-ন পৌঁ-ছ যেখানে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হ-য়-ছ পূর্ববর্তী অর্থবছ-রর তুলনায় ৪১.৪৭ শতাংশ। ত-ব বাংলা-দ-শর প্রধান রপ্তানি বাজার-যথা ইউরো অঞ্চলের সার্বভৌম ঋণ সমস্যার ফলে সৃষ্ট আর্থিক সংক-টর প্রভাব বাংলা-দ-শর রপ্তানি বাণি-জ্যর ওপর প-ড়-ছ। ফলে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পায়। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে মোট রপ্তানি আয় ২০১১-১২ অর্থবছরের একই সময়কালের তুলনায় শতকরা ১০.২ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৭০৪ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। দেশের মোট রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে তৈরি পোশাক এবং নিটওয়্যার পণ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান ২০১২-১৩ অর্থবছরের আলোচ্য সময়কালেও অব্যাহত থাকে। এ সময়ে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণীবিন্যাসভিত্তিক পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, পেট্রোলিয়াম উপজাত দ্রব্য (শতকরা ২৪.১ ভাগ), পাদুকা (শতকরা ১৯.৪ ভাগ), পাটজাত পণ্য (শতকরা ১৫.৭ ভাগ), চামড়া (শতকরা ১৫.০ ভাগ), হস্তশিল্পজাত দ্রব্য (শতকরা ১৪.৬ ভাগ), তৈরি পোশাক (শতকরা ১৩.৮ ভাগ), প্রকৌশল সামগ্রী (শতকরা ৮.৯ ভাগ), নীটওয়্যার (শতকরা ৮.৪ ভাগ) এবং সিরামিক দ্রব্য (শতকরা ৬.৮ ভাগ) খাতে রপ্তানি আয় বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে, চা (শতকরা ৪২.৭ ভাগ), হিমায়িত খাদ্য (শতকরা ১৬.২ ভাগ), রাসায়নিক দ্রব্য (শতকরা ১৪.৬ ভাগ), কাঁচা পাট (শতকরা ১৩.৪ ভাগ) এবং কৃষিজাত পণ্য (শতকরা ১১.১ ভাগ) খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পায়। দেশভিত্তিক রপ্তানি কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার। ২০১২-১৩ অর্থবছর জুলাই-মার্চ সময়কালে বাংলাদেশী পণ্যের প্রধান আমদানিকারক দেশ হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। আলোচ্য সময়কালে ৩৯৫২.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে, যা দেশের মোট রপ্তানির শতকরা ২০.০৬ ভাগ। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিকৃত প্রধান প্রধান পণ্য হলোঃ তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, হিমায়িত চিংড়ি, ক্যাপ, হোম টেক্সটাইল ইত্যাদি। বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরে রয়েছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশ যথাক্রমে জার্মানি (শতকরা ১৪.৭৫ ভাগ), যুক্তরাজ্য (শতকরা ১০.৪২ ভাগ) ও ফ্রান্স (শতকরা ৫.৩৭ ভাগ)।

প-ণ্যর বহুমুখীকরণ ও নতুন বাজার অ-ন্বষ-ণর জন্য ইত:পূ-র্ব ঘোষিত প্র-ণাদনা প্যা-ক-জ উল্লিখিত New Market Exploration Assistance-এর আওতায় উদ্যোক্তাদের বর্ধিত সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন বাজার হিসেবে জাপান, -কারিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও তুর-স্ক বাংলা-দ-শর প-ণ্যর রপ্তানির বাজার সৃষ্টি হ-য়-ছ।

আমদানি

২০১১-১২ অর্থবছ-রর প্রথম নয় মা-স (জুলাই-মার্চ, ২০১২) আমদানি ব্যয় ১১.২২ শতাংশ বৃদ্ধি পে-য় ২৬৯৪৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলা-র পৌঁছে। ২০১২-১৩ অর্থবছর জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়কালে মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭.০ ভাগ হ্রাস পেয়ে ২২৪১৯ মিলিয়ন ডলারে দাঁড়ায়। কম গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করার ফলে সাম্প্রতিক সম-য় আমদানি প্রবৃদ্ধি হ্রাস পে-য়-ছ। দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়েক দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে। আলোচ্য সময়ে মোট আমদানি ব্যয়ের শতকরা ১৮.৯৮ ভাগ চীন থেকে আমদানি করা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে ভারত (শতকরা ১৩.৮৫ ভাগ) ও মালয়েশিয়া (শতকরা ৬.১৫ ভাগ)। আমদানি প-ণ্যর ধরণ থে-ক দেখা যাচ্ছে যে, ঋণপত্র নিষ্পত্তির ভিত্তিতে জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ সম-য় পূর্ববর্তী অর্থবছ-রর একই সম-য়র তুলনায় মূলধনি যন্ত্রপাতির আমদানি ব্যয় ৩৮.৭৫ শতাংশ, শি-ল্পর কাঁচামাল আমদানি ব্যয় ৩৫.৫২ শতাংশ, পে-ট্রালিয়াম ও পে-ট্রালিয়াম জাত পণ্য আমদানি ব্যয় ৩৭.৪৬ শতাংশ এবং প্রধান ভোগ্যপণ্য আমদানি ব্যয় ৩৬.২৭ শতাংশ হ্রাস পে-য়-ছ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স

বৈশ্বিক মন্দার কারণে ২০১১ অর্থবছরে শ্রমশক্তি রপ্তানি কিছুটা হ্রাস পেলেও সরকারের কুটনৈতিক প্রক্রিয়া জোরদারকরণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের ফলে শ্রমশক্তি রপ্তানি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের শ্রমশক্তির উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে এবং শ্রমশক্তি রপ্তানির হার ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। শুধু ২০১২ সালে (জানুয়ারি-ডিসেম্বর) প্রায় ৬.০৮ লাখ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ১১১২১.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৬.৬৭ শতাংশ বেশি। ২০১০-১১ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র শতকরা ১০.৫৫ ভাগ এবং মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫০.৬৪ ভাগ, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে জিডিপি'র শতকরা ১১.১১ এবং মোট পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা ৫২.৯২ ভাগে দাঁড়িয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ জিডিপির ৯.৫ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য National Skill Development Council কে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ, শ্রমিক রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক' এর জোরদার কার্যক্রম ইত্যাদি শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। প্রবাসীদের পেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ব্যাপক অবদান রাখছে। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ থেকে। এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরে শীর্ষে অবস্থান করছে সৌদি আরব। এর পরেই রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং যুক্তরাষ্ট্র। সাম্প্রতিক সময়ে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ থেকে রেমিট্যান্সের প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার নতুন নতুন শ্রমবাজার সৃষ্টির ল-ক্ষ্য কূটনৈতিক প্র-চষ্টা গ্রহণসহ বেশ কিছু পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, আ-রা ক-য়-কটি দে-শ বাংলা-দশ দূতাবা-স নতুন শ্রম উইং খোলা, বি-দ-শ চাহিদা র-য়-ছ এমন কা-জর উপযোগী দক্ষ জনশক্তি তৈরীর লক্ষ্যে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ অব্যহত -র-খ-ছ। তাছাড়া, প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশীদের জন্য দেশে বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধা যেমন- (i) Wage Earners' Development Bond, (ii) US Dollar Investment Bond এবং (iii) US Dollar Premium Bond প্রবর্তিত রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সাথে বিদেশী এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনকে উৎসাহিত করা, ট্রান্সফার ফি ও এক্সচেঞ্জ রেট মার্জিন হ্রাস করা, রেমিট্যান্স বিতরণের নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ ইত্যাদি প্রচেষ্টা অব্যহত রয়েছে । ফ-ল আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে রেমিট্যান্সের প্রবাহ পরিস্থিতির আ-রা উন্নতি ঘট-ব।

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ৬৩৮৪ মিলিয়ন ডলার থেকে শতকরা ২৬.২৭ ভাগ হ্রাস পেয়ে ৪৭০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। আয় হিসাবে ঘাটতি শতকরা ৩৫.৯২ ভাগ, অন্যদিকে, সেবা খাতে ঘাটতি শতকরা ৩৭.৭৩ ভাগ বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে মাধ্যমিক আয় প্রবাহ পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা মাত্র ১৬.৭৪ ভাগ বৃদ্ধি পায় । ফলে চলতি হিসাবের ভারসাম্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে (শতকরা ৩০৫.৩০ ভাগ) বৃদ্ধি পেয়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৫৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ঘাটতির পরিমাণ ছিল ৬৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের অংক দাঁড়ায় ৩৫০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ খাতে ঘাটতির অংক ছিল ৫১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ

২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি আয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয়ের উলেস্নখযোগ্য বৃদ্ধির ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ ৩০ জুন ২০১১ তারিখের ১০৯১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৩০ জুন ২০১২ তারিখে দাঁড়ায় ১০৩৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের শুরু থেকে বৈদেশিক

মুদ্রা বাজারে প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আমদানির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কারণে বৈদেশিক মুদ্রার বহিঃপ্রবাহের তুলনায় অন্তঃপ্রবাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি বৃদ্ধি পায়। এরই ধারাবাহিকতায় ০৬.০৫.২০১৩ তারিখে বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি প্রায় ১৫ বিলিয়ন (১৪৯৩৬ মিলিয়ন) মার্কিন ডলার দাঁড়ায়।

বিনিময় হার

চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ায় বৈদেশিক মুদ্রার নিম্নমুখী চাহিদা পরিলক্ষিত হয়। ফলে, মার্চ ২০১৩ শেষে টাকার মূল্য পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩.৪৮ ভাগ বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছরের গড় ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার ছিল ৫৮.৯৪ টাকা। এদিকে, ২০১২-১৩ অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে গড় ভারিত টাকা-ডলার বিনিময় হার ৮০.৫০ টাকায় দাঁড়ায়। টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখার মাধ্যমে রপ্তানিকে প্রতিযোগিতামূলক রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময় সময় বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয় অব্যাহত রেখে, মুদ্রা বাজারে তারল্য সীমিত করাসহ অন্যান্য উপায়ে ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানের অবচয় রোধের ব্যবস্থা নিয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত স্থাপিত ঋণপত্রের মূল্য দাঁড়ায় ২৩১৫২.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৪.৫২ শতাংশ কম। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ মাসে স্থাপিত ঋণপত্রের মূল্য ২৮৬৯.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার যোগান ও চাহিদার মধ্যে সমন্বয় সাধনের ফলে সাম্প্রতিক সময়ে টাকার বিনিময় হারে স্থিতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়।

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার কর্মসূচি

বৈশ্বিক ও অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন অভিঘাত মোকাবেলা করে এবং সীমিত সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করে সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে যে সব সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তা সংক্ষেপে নিম্নরূপে তুলে ধরা হল:

বাজেট ব্যবস্থাপনা

- সরকারের নীতির ও অগ্রাধিকারের আলোকে অর্থ বরাদ্দের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় কর্মকৃতি (performance indicator) মূল্যায়ন প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট অনুবিভাগ/শাখা সৃজন করা হয়েছে। এছাড়া সকল দপ্তরে মধ্যমেয়াদি কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Medium Term Strategy and Business Plan) প্রণয়নের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি সকল মন্ত্রণালয় / বিভাগ/কর্তৃক বাজেট বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা তৈরি এবং সার্বিক কর্মসম্পাদন বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করার পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক রীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাজেট শ্রেণীবিন্যাস কাঠামো সংশোধনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে আধুনিক সফটওয়্যার স্থাপন এবং সরকারের শেয়ার ও ইক্যুইটির হিসাব ব্যবস্থপনায় ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হয়েছে। পাশাপাশি সরকারের সামষ্টিক অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক মডেল ও ডাটাবেজ তৈরির কাজ চলছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

- উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কার্যক্রম সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে একটি খসড়া নীতিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির যথাযথ বাস্তবায়ন এবং বাস্তবায়ন পরিস্থিতি আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে গত অর্থবছরের ন্যায় এ বছরও প্রতি এক-নক সভায় দু'টি করে মন্ত্রণালয়/বিভাগের এডিপি'র বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এছাড়া, বৃহৎ ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে গঠিত টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম চলছে।

অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রকল্পের বাস্বায়ন সম্পর্কিত প্রবিবেদন আইএমইডি কর্তৃক জাতীয় সংসদের এস্যুরেন্স কমিটির পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপিত হয় ।

রাজস্ব আহরণ

- রাজস্ব খা-ত চলমান আইন পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে ;
- মূল্য সংওযাজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২- অনু-মাদিত হ-য়-ছ । এ আইন ১ জুলাই ২০১৫ থেকে পুরোপুরি কার্যকর হবে। বাংলাদেশের রাজস্ব ব্যবস্থপনায় সংস্কারের ক্ষেত্রে এ আইন একটি তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক;
- প্রত্যক্ষ কর আইন যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে । চলমান রাজস্ব সংস্কার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রচলিত অঞ্চল-ভিত্তিক কর-প্রশাসন কাঠামো খেকে ক্রমাগতভাবে ফাংসনাল কর প্রশাসনে রূপান্তরের কাজ শুরু হয়েছে;
- ট্যাক্স কোডের আধুনিকায়ন ও প্রত্যক্ষ ট্যাক্স কোড প্রস্তকরণের কাজ চলছে ;
- বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) ব্যবস্থার আওতায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- কর প্রদান-ক আ-রা সহজতর করার ল-ক্ষ্য e-payment কার্যক্রম চালু স্বল্প পরিসরে চালু করা হ-য়-ছ ;
- সকল কাস্টমস হাউসকে অ-টা-মশ-নর আওতায় আনার লক্ষ্যে ASYCUDA ওয়ার্ল্ড সফটওয়্যার এর কার্য়ক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকা কাস্টম হাউসকে অ-টা-মস-নর আনা হ-য়-ছ। ১ জুলাই, ২০১৩ হ-ত চট্রগ্রাম কাস্টম হাউসে পাইলট কার্যক্রম হিসেবে ASYCUDA ওয়ার্ল্ড পরীক্ষামূলকভাবে চালু করা হবে;
- ASYCUDA ওয়ার্ল্ড এর মাধ্যমে বন্ড ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে;
- রাজস্ব আহরণ বাড়া-নার ল-ক্ষ্য কর-বহির্ভূত রাজ-স্বর হারসমূ-হর যৌক্তিকীকরণ অব্যাহত র-য়-ছ;
- কর প্রশাসনের নিরীক্ষা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষ্যে Risk-based Revenue Audit Manual তৈরীর কাজ হাতে নেয়া হয়েছে;
- কর প্রশাসনকে উপজেলা পর্যায়ে বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে।

মুদ্রা, ব্যাংকিং ও আর্থিক খাত

দেশের অর্থনীতিতে আর্থিক খাতকে শক্তিশালীকরণের জন্য বিভিন্ন সংস্কার কর্যক্রম বাস্বায়ন করা হচ্ছে। এর মধ্যে কতিপয় কার্যক্রম নিম্নরূপ:

- প্রধান প্রধান মুদ্রাসূচকসমূহকে সর্বশেষ ঘোষিত মুদ্রানীতির লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখতে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে ঋণ গ্রহণ বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সীমিত রাখা ;
- অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে পর্যাপ্ত অর্থায়ন নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি জোরদারকরণ ;
- কৃষি ঋণ ও এসএমই ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে ব্যাংকসমূহের তদারকি অব্যাহত আছে;
- রাষ্টায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ব্যাংক কোম্পানি আইন ২০১৩ সংশোধন করা হয়েছে এবং তা বর্তমানে জাতীয় সংসদে বিবেচনাধীন আছে;
- সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এর হিসাব স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে নির্ভুলতার সাথে সংরক্ষণ করা হচ্ছে;
- বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ব্যবস্হা আন্র্জাতিক মানে উন্নীত করার লড়্যে প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ পর্যায়ে রয়েছে। মূলতঃ মানিলন্ডারিং-এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ প্রণীত হয়েছে। এছাড়াও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত্ম পর্যায়ে রয়েছে। এ আইনের আওতায় বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রমও প্রক্রিয়াধীন আছে;

- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাস তৎপরতা অর্থায়ন প্রতিরোধের লক্ষ্যে National Strategy for Preventing Money Laundering and Combating Financing of Terrorism, 2011-2013 প্রস্তুত করা হয়েছে। সন্ত্রাসী ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসমূহকে প্রতিরোধের লক্ষ্যে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন (UNSCR) bs-1267 and 1373-এর বাস্বায়ন করাসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে বৈশ্বিক সংস্থা NFinancial Action Task Force (FATF) Gi Special Recommendation (SR III) এর যথাযথ বাস্বায়ন নিশ্চিত করার জন্য কর্ম-কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়াও সামগ্রিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার ভিত্তি আরও মজবুত ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০১২-১৩ অর্থবছরে (জুলাই-এপ্রিল সময়ে) গৃহীত পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপঃ

- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মূলধনভিত্তিকে সুসংহতকরণের লক্ষ্যে ব্যাসেল-২ নীতিমালার আলোকে মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত নীতিমালায় বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক ন্যূনতম আবশ্যক মূলধন ও ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ নির্ণয়ে ঋণ ঝুঁকির জন্য Standardized Approach, বাজার ঝুঁকির জন্য Standardized Measurement Method এবং পরিচালন ঝুঁকির জন্য Basic Indicator Approach অনুসরণ করার সিদ্ধান্ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া নিকট ভবিষ্যতে বাসেল-৩ বাস্ত্মবায়ন করার জন্যও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো কর্তৃক Hybrid মূলধন উপাদান হিসেবে Subordinated Debt ইস্যুর সিদ্ধান্ গ্রহণ এবং ইতোমধ্যে' ১১টি ব্যাংককে Subordinated Debt ইস্যুর অনুমতি দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে ৯টি ব্যাংক Subordinated Debt ইস্যুর কাজ সম্পন্ন করেছে।
- তফসিলি ব্যাংকের মার্চেন্ট ব্যাংকিং, সিকিউরিটি ব্রোকারেজসহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য সাবসিডিয়ারি প্রতিষ্ঠান এর মূলধন পর্যাপ্ততা হিসাবায়নের লক্ষ্যে ন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী Consolidated/Solo ভিত্তিতে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে ।
- ব্যাংকসমূহের সুপারভাইজরি রিভিউ প্রসেস মূল্যায়নের লক্ষ্যে Guidelines on Supervisory Review Evaluation Process (SREP) ইস্যু করা হয়েছে। ব্যাসেল-২-এর ২য় পর্যায়ের নীতিমালার আলোকে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও মূলধন সংরক্ষণের মধ্যে সংযোগ স্থাপনপূর্বক প্রত্যেক ব্যাংক Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) নামে নিজস্ব সুপারভাইজরি রিভিউ প্রসেস ডকুমেন্ট প্রণয়ন করবে ও সামগ্রিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সংযোগ রেখে পর্যাপ্ত মূলধন নিরূপণ ও সংরক্ষণ করবে।

পুজিঁবাজার

পুজিঁবাজারে দীর্ঘমেয়াদি স্থিতি আনয়ন এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট কতিপয় আইন প্রণয়ন/সংশোধনসহ কতিপয় সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করা হ-য়-ছ -

- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে অধিকতর ক্ষমতা প্রদান ও শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ সং-শাধন, পুজিঁবাজা-রর বিভিন্ন ইন্স্ট্রু-মন্ট নিয়ন্ত্র-ণর জন্য Securities and Exchange Ordinance,1969 সং-শাধন,
- স্টক এক্সচেঞ্জের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করণের নিমিত্ত এর মালিকানা থেকে ব্যবস্থাপনা পৃথক করার উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন এবং ডেট সিকিউরিটিজের প্রাইভেট পেস্নসমেন্ট এর উন্নয়নের জন্য Securities and Exchange Commission (Private Placement of Debt Securities) Rules, 2012 প্রণয়ন করা হয়েছে।
- পুজিঁবাজারে মিউচ্যুয়াল ফান্ড এর উন্নয়নের লক্ষ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এবং বুক-বিল্ডিং পদ্ধতির আরো সংস্কারপূর্বক সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (পাবলিক ইস্যু) রুলস, ২০০৬ সংশোধন করা হয়েছে।

- পুজিঁবাজারের লেনদেন মনিটরিং জোরদারকরণের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলা-দশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনে ইতোমধ্যে উন্নত সার্ভিলেন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র বিনি-য়াগকারী-দর স্বার্থ রক্ষা-র্থ প্র-ণাদনা প্যা-কজ ঘোষণা করা হয়েছে।
- পুজিঁবাজারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সকল অমনিবাস হিসাবকে গ্রাহকের পৃথক বিল হিসা-ব রূপান্র করা হয়েছে। তালিকাভূক্ত কোম্পানিতে অধিকতর সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন যুগোপযোগী করে সংশোধন করা হয়েছে। স্টক ব্রোকার/স্টক ডিলার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার কর্তৃক অনাদায়কৃত ক্ষতির (Unrealized Loss) বিপরীতে প্রভিশন (provision) সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- দীর্ঘমেয়াদি মার্জিন ঋণের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির উদ্যোক্তা ও পরিচালকগণ সম্মিলিতভা-ব কোম্পানির পরি-শাধিত মূলধ-নর কমপ-ক্ষ ৩০ শতাংশ এবং কোন পরিচালক কর্তৃক পরি-শাধিত মূলধ-নর কমপ-ক্ষ ২ শতাংশ শেয়ার ধারণ করার বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। পুঁজিবাজা-রর জন্য ১০ বছ-রর মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে।
- ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ও চিটাগাং স্টক এক্সচেঞ্জের ইনডেক্স এর অসংগতি দূরীকরণ ও নতুন ইনডেক্স প্রবর্তন করা হয়েছে।
- স্টক মা-র্কট ক্রমবর্ধিষ্ণু হারে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রেখে যাচ্ছে। গত চার বছ-র আইপিও এবং রাইট শেয়া-রর মাধ্য-ম বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পুঁজিবাজার থে-ক সম্পদ আহরণ কর-ছ। অধিকন্তু জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত এবং বি-শষ ক-র কাপড় ও পোশাক শিল্পও এ বাজার থে-ক মূলধন জোগাড় ক-র-ছ।

অর্থনীতির মধ্যমেয়াদি সম্ভাবনা

বিশ্ব অর্থনীতি বিশেষকরে উন্নত বিশ্বের অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক গতিধারার প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনা করে মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো, ২০১৪-১৮ (Medium-Term Macroeconomic Framework-MTMF, 2014-18) প্রণয়ন করা হয়েছে। এ MTMF প্রণয়নকালে কতিপয় অনুমিতির উপর নির্ভর করা হয়েছে। উন্নত বিশ্বের অর্থনীতিতে আর্থিক খাত সুসংহত রাখার প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী আর্থিক খাতে স্থিতিশীলতা এসেছে। অপরদিকে, উন্নয়নশীল দেশসমূহে ভোক্তার চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধি উদ্ভূত অভিঘাত মোকাবেলার অন্:ক্ষমতা, সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিমালা সমুন্নত রাখা এবং রপ্তানি পুনরুজ্জীবিত হওয়ার ফলে সার্বিকভাবে উন্নয়নশীল দেশসমূহে অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা অব্যাহত আছে।

MTMF -এ ২০১৩-১৪ অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৭.৬ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে যা ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ৮.৩ শতাংশ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৯.১ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে আশা করা হচ্ছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছ-র বিনিয়োগ বর্তমানে জিডিপির প্রায় ২৫.৮ শতাংশ থে-ক বৃদ্ধি পে-য় ৩৪.০ শতাং-শ দাঁড়া-ব ব-ল আশা করা যা-চ্ছ, যার ম-ধ্য বেসরকারি বিনি-য়াগ ২৫.৬ শতাং-শ এবং সরকারি বিনিয়োগ ৮.৫ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২০১২-১৩ অর্থবছ-রর জিডিপি'র প্রায় ২০.৯ শতাংশ থে-ক ২০১৭-১৮ অর্থবছ-র ২৪.২ শতাং-শ এবং এ সম-য় জাতীয় সঞ্চয় জিডিপি'র ২৭.৬ শতাংশ থে-ক ৩৩.৩ শতাং-শ উন্নীত হ-ব ম-র্ম প্র-ক্ষপণ করা হ-য়-ছ। এই প্র-ক্ষপণ সম্ভব হ-ব ব-ল ম-ন হয় না এবং এজন্য বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রার পুনর্বিন্যাসের ল-ক্ষ্য review ই-তাম-ধ্য শুরু করা হ-য়-ছ।

মধ্যমেয়াদি এ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপি অর্জন সম্ভব হবে মূলত: সরকা-রর উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড জোরদারকরণ বি-শষ ক-র বিদ্যুৎ ও -যাগা-যাগসহ অন্যান্য অবকাঠা-মা খা-ত সুসমন্বিত উন্নয়ন, কৃষি খা-ত প্রবৃদ্ধি অর্জ-নর ল-ক্ষ্য কৃষি ঋণের সম্প্রসারণ ও সহজীকরণ, -রমিট্যান্স এর উচ্চ প্রবৃদ্ধি, ব্যক্তি উদ্যোগের ক্রমাগত প্রসার এবং অভ্যন্তরীণ চাহিদার ব্যাপকতা । পাশাপাশি সরকা-রর কার্যকর মুদ্রানীতির প্র-য়াগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্নমুখী সংস্কার কর্মকান্ড বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির স-ন্তাষজনক বাস্তবায়ন, অনুৎপাদনশীল ও অপচয়মূলক খাতে ঋণের যোগান নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ খাতসহ

উৎপাদনশীল এবং অগ্রাধিকার খাতে ঋণের পর্যাপ্ত যোগান নিশ্চিতকরণের বিভিন্ন পদক্ষেপ মধ্যমেয়াদের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী জিডিপি অর্জনে ভূমিকা রাখবে মর্মে প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

গত তিন বছর কৃষি খা-ত প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় ছিল। চলতি বছর কৃষি খা-ত প্রবৃদ্ধি আশানুরূপ না হ-লও কৃষি খা-ত টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জ-নর ল-ক্ষ্য ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন - কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করায় এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পলী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচির প্রণয়ন, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সে-চর জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষি ঋ-ণর প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি অব্যাহত র-য়-ছ। কৃষি খাতে এ কার্যক্রমসমূহ ভবিষ্য-তও অব্যাহত থাক-ব যা কৃষি খা-ত টেকসই প্রবৃদ্ধি বজায় রাখ-ত ভূমিকা রাখ-ব ব-ল আশা করা যায়।

২০১২-১৩ অর্থবছ-রর জন্য এমটিএমএফ এ রাজস্ব আহরণ প্রাক্কলন করা হয়েছে জিডিপি'র ১৩.৪ শতাংশ যা প্রতিবছর গ-ড় জিডিপি'র ০.৬ হা-র বৃদ্ধি -প-য় ২০১৭-১৮ অর্থবছ-র জিডিপি'র ১৬.৪ শতাং-শ উন্নীত হ-ব ম-র্ম প্র-ক্ষপণ করা হ-য়-ছ। রাজস্ব আয় বৃদ্ধির জন্য রাজস্ব খা-ত বিদ্যমান আইন, পদ্ধতি ও কাঠামোগত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ আগামী অর্থবছ-রও অব্যাহত থাক-ব। এছাড়া মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ বাস্তবায়ন করা, সকল কাস্টম হাউসকে অ-টা-মশ-নর আতায় আনয়ন, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির প্রবর্তন, করদাতা-দর স্বেচ্ছায় কর প্রদা-ন উৎসাহিত করার প্র-চষ্টা অব্যাহত থাক-ব। এ সকল সংস্কার বাস্তবায়-নর মাধ্য-ম রাজস্ব খাতে কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব হবে বলে প্রত্যশা করা হয়েছে।

চলতি অর্থবছ-র সরকারি ব্য-য়র সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (জিডিপি'র ১৮.১ শতাংশ) থে-ক ২০১৩-১৪ অর্থবছ-র জিডিপি'র ১৮.৮ শতাংশে এবং ক্রমান্বয়ে তা ২০১৭-১৮ অর্থবছ-র জিডিপি'র ২০.৬ শতাংশে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তম্ম-ধ্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি ব্যয় জিডিপি'র ৪.৮ শতাংশ থে-ক ২০১৭-১৮ অর্থবছ-র জিডিপি'র ৭.০ শতাং-শ নেয়ার পরিকল্পনা র-য়-ছ। সার্বিকভা-ব আগামী অর্থবছ-রর বা-জট ঘাটতি জিডিপি'র ৪.৭ শতাংশ এবং মধ্যমেয়াদে ঘাটতি ক্রমান্বয়ে আ-রা হ্রাস পে-য় ৪.২ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে প্রাক্কলন করা হ-য়-ছ। ক্রমান্বয়ে ঘাটতি অর্থায়-ন ব্যাংক ব্যবস্থা থে-ক ঋণ গ্রহণ হ্রাস পা-চ্ছ এবং ভবিষ্য-তও তা হ্রা-সর পরিকল্পনা র-য়-ছ। এল-ক্ষ্য সহজ শর্তে ঋণ গ্রহণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। পাশাপাশি পাইপ লাই-ন থাকা প্রতিশ্রুত বৈ-দশিক সহায়তা ছা-ড়র ল-ক্ষ্য কার্যকর পদ-ক্ষপ গ্রহণের বিষয়টি সরকা-রর বি-বচনায় র-য়-ছ। সরাসরি বি-দশী বিনি-য়াগ আকর্ষ-ণর প্র-চষ্টাও জোরদার করা হ-চ্ছ। ব্যাংকবহির্ভূত উৎস থে-ক অর্থায়ন বৃদ্ধি ও ব্যাংকিং খা-তর ওপর সরকা-রর নির্ভরশীলতা কমা-নার জন্য বর্তমান Diaspora বন্ডসমূ-হর প্রচারণা আ-রা জোরদার করার চেষ্টা চল-ছ। ঋণ ব্যবস্থাপনা পরিবীক্ষ-ণর ক্ষমতা বৃদ্ধির ল-ক্ষ্য Debt Management Strategy (DMS) প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন র-য়-ছ যা ডি-সম্বর ২০১৩ এর ম-ধ্য সম্পন্ন হ-ব ম-র্ম আশা করা যায়। মধ্য-ময়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠা-মা-ত রেমিট্যান্স ও রপ্তানি প্রবা-হর বৃদ্ধি-ক বি-বচনা করা হয়েছে। একই সঙ্গে দেশের ভিতরে বিভিন্ন উন্নয়ন অবকাঠামো নির্মাণের জন্য মূলধন যন্ত্রপাতি ও শিল্পজাত কাঁচামাল আমদানি বৃদ্ধি করা প্র-য়াজনীয়তার বিষয় বি-বচনা করা হ-য়-ছ।

মূল্যস্ফীতি প্রবৃদ্ধি অর্জ-নর প-থ অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ । এমটিএমএফ-এ আগামী অর্থবছ-র মূল্যস্ফীতির হার বর্তমা-নর ৭.৫ শতাংশ হ-ত হ্রাস পে-য় ৬.৫ শতাং-শ এবং ২০১৭-১৮ নাগাদ তা প্রায় ৫.৫ শতাং-শ কমি-য় আনার পূর্বাভাস করা হ-য়-ছ। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখা এবং খাদ্য নিরাপত্তার জন্য সরকা-রর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ অব্যাহত রাখা ইত্যাদি মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্র-ণ ভূমিকা রাখ-ছ। উ-ল্লখ্য, ৭.৬ শতাংশ থে-ক ৯ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং ৭.৫ শতাংশ থে-ক ৫.৫ শতাংশ মূল্যস্ফীতি লক্ষ্যমাত্রা এবং মুদ্রার আয় গতির পরিবর্তন বিবেচনায় রেখে মধ্যমেয়াদে ব্যাপক মুদ্রার সরবরাহ ১৭.৪ শতাংশ থে-ক ১৬ শতাং-শর ম-ধ্য থাক-ব ব-ল এমটিএমএফ-এ প্র-ক্ষপণ করা হ-য়-ছ। এছাড়া বেসরকারি খা-ত ঋণ প্রবাহ ১৬ শতাং-শর ম-ধ্য রে-খ প্রত্যাশিত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হ-ব ব-ল এমটিএমএফ-এর অনুমান র-য়-ছ।

চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছ-র রেমিট্যান্স প্রবা-হর প্রবৃদ্ধি ১৬.০ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা পরবর্তী বছরসমূ-হ একই হা-র বৃদ্ধি পা-ব ব-ল আশা করা হ-চ্ছ। মধ্যপ্রাচ্যসহ সম্ভাব্য নতুন শ্রমবাজার অনুসন্ধা-নর ল-ক্ষ্য কার্যকর কূটনৈতিক তৎপরতা, জনশক্তি রপ্তানি ও

রেমিট্যান্স আয় সম্পর্কিত বিষ-য় সংশ্লিষ্ট কমিটির মাধ্য-ম বিভিন্ন উ-দ্যাগ ও কার্যক্রমসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা ও পর্য-বক্ষণ বৈ-দশিক কর্মসংস্থান ও রেমিট্যান্স প্রবা-হর ধারা বজায় রাখ-ব ব-ল প্রত্যাশা করা হ-য়-ছ। তাছাড়া, হংকংসহ আ-রা কতিপয় দে-শ মহিলা শ্রমিক এর চাহিদা বৃদ্ধির প্রেক্ষি-ত রপ্তানির গতিধারা শক্তিশালী হবে। চলতি হিসাবের ভারসাম্যের উদ্বৃত্ত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পা-ব ও ২০১৬-১৭ অর্থবছর ও ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ ঋণাত্মক অবস্থায় থাক-ব ব-ল এমটিএমএফ-এ প্র-ক্ষপণ করা হ-য়-ছ। সম্প্রতি মুদ্রার বিনিময় হার ও বৈ-দশিক মুদ্রার রিজা-র্ভর ওপর -য চাপ সৃষ্টি হ-য়ছিল কার্যকর রাজস্ব ও মুদ্রানীতির ফ-ল নিরসন করা সম্ভব হ-য়-ছ। বর্তমা-ন মুদ্রার বিনিময় হার স্থিতিশীল হ-য-ছ এবং রিজার্ভ পরিস্থিতিও স্থিতিশীল অবস্থায় র-য়-ছ। সার্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সতর্ক পদ-ক্ষপ, কার্যকর মুদ্রানীতির প্র-য়াগ, সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন যুগোপযোগী সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্থনেতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকসমূহের কাঙ্খিত লক্ষমাত্রা অর্জন সম্ভব হ-ব। সারণি ১.১-এ মধ্য-ময়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠা-মার কতিপয় সূচ-কর পূর্বাভাস দেখা-না হ-লা:

সারণি ১.১ঃ মধ্য-ময়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠা-মাঃ ২০১৪-২০১৮

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
	প্রকৃত	সাময়িক	প্রাক্কলিত			প্র-ক্ষপণ			
প্রকৃত খাত									
চলতি মূ-ল্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	১২.৯	১৩.৪	১৫.৯	১৪.১	১৪.০	১৪.২	১৪.১	১৪.০	১৪.৫
স্থির মূ-ল্য জিডিপি প্রবৃদ্ধি (%)	**৬.১**	**৬.৭**	**৭.০**	**৭.২**	**৭.৬**	**৮.০**	**৮.৪**	**৮.৭**	**৯.১**
মূল্যস্ফীতি (%)	**৭.৩**	**৮.৮**	**৯.৫**	**৭.৫**	**৬.৫**	**৬.০**	**৫.৮**	**৫.৭**	**৫.৫**
মোট বিনি-য়াগ (% জিডিপি)	**২৪.৪**	**২৪.৭**	**২৫.৯**	**২৬.৬**	**২৮.১**	**২৯.৬**	**৩১.৪**	**৩২.১**	**৩৩.৬**
-বসরকারি	১৯.৪	১৯.৫	২০.৬	২০.৪	২১.৩	২২.৪	২৩.৮	২৪.৪	২৪.৪
সরকারি	৫.০	৫.৩	৫.৪	৬.২	৬.৮	৭.২	৭.৬	৮.৪	৮.১
অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়	২০.১	১৯.৬	২০.২	১৯.৯	২০.৬	২১.১	২২.২	২৩.৩	২৪.৫
জাতীয় সঞ্চয়	৩০.০	২৮.৪	২৬.৩	২৬.৮	২৮.২	২৯.৬	৩১.৫	৩৩.০	৩৩.৪
রাজস্ব খাত (জিডিপি'র শতকরা হিসা-ব)									
মোট রাজস্ব	**১০.৯**	**১১.৮**	**১২.৬**	**১৩.৪**	**১৪.০**	**১৪.৬**	**১৫.২**	**১৫.৮**	১৫.৮
কর রাজস্ব	৯.০	১০.১	১০.৬	১১.২	১১.৮	১২.৪	১৩.০	১৩.৬	১৩.৬
এনবিআর কর রাজস্ব	৮.৬	৯.৭	১০.১	১০.৮	১১.৪	১২.০	১২.৬	১৩.২	১৩.২
এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪	০.৪
কর বহির্ভূত	১.৯	১.৭	২.০	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২	২.২
মোট ব্যয়	**১৪.৬**	**১৬.২**	**১৭.৭**	**১৮.৫**	**১৮.৮**	**১৯.৩**	**১৯.৭**	২০.১	২০.৬
অনুন্নয়ন বা-জট	১১.০	১২.০	১৩.২	১৩.২	১৩.৩	১৩.৪	১৩.৪	১৩.৫	১৩.৬
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৩.৭	৪.২	৪.৫	৫.২	৫.৫	৫.৯	৬.৩	৬.৬	৭
সার্বিক বা-জট ভারসাম্য	**-৩.৭**	**-৪.৪**	**-৫.১**	**-৫.০**	**-৪.৭**	**-৪.৬**	**-৪.৫**	**-৪.৩**	**-৪.২**
অর্থায়ন									
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	**২.৩**	**৩.৮**	**৩.৮**	**৩.৩**	**২.৯**	**২.৮**	**২.৭**	**২.৫**	**২.৫**
ব্যাংক ব্যবস্থা হ-ত	-০.৩	৩.২	৩.২	২.৪	২.০	১.৯	১.৮	১.৬	১.৬
ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হ-ত	২.৬	০.৬	০.৬	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯	০.৯
বৈ-দশিক অর্থায়ন (নীট)	**১.৩**	**০.৬**	**১.৩**	**১.৮**	**১.৮**	**১.৮**	**১.৮**	**১.৮**	**১.৮**
মুদ্রা খাত (অর্থবছর শে-ষ শতকরা পরিবর্তন)									
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৭.৮	১৮.৮	২৫	১৮.৫	১৬	১৮.৪	১৮	১৭	১৬.৬
অভ্যন্তরীণ ঋণ	১৫.৯	১৭.৬	২৮.৪	২০.৬	১৭.৭	১৮.৯	১৭.৪	১৬.৮	১৬.৩
বেসরকারি খা-ত ঋণ	১৪.৬	২৪.২	২৫.৮	১৯.৭	১৬	১৮.৫	১৬	১৬	১৬
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ	১৯.২	২২.৪	২১.৪	১৭.৪	১৬	১৭.৭	১৬	১৬	১৬
বৈ-দশিক খাত									
রপ্তানি (শতকরা পরিবর্তন)	১০.১	৪.২	৩৯.২	৬.২	১৪.৫	১২	১৫	১৫	১৪
আমদানি (শতকরা পরিবর্তন)	৪.২	৫.৪	৪১.৮	৯.৮	১৫	৩	১০	১৫	১৪.৫
-রমিট্যান্স (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	২২.৪	১৩.৪	৬	১২.৩	১২	১৬	১৫	১২	১২

খাত	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
	প্রকৃত	সাময়িক	প্রাক্কলিত			প্র-ক্ষপণ			
চলতি হিসা-ব ভারসাম্য (% জিডিপি)	৩.৭	০.৯	০.৪	০.২	০.০	০.০	০.১	০.২	০.৪
বৈ-দশিক মুদ্রার রিজার্ভ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	১০.৭	১০.৯	৯.৭	১০.৭	১১.৮	১৩.০	১৪.৬	১৭.০	
রিজার্ভ (মা-সর আমদানি হিসা-ব)	৫.১	৩.৬	২.৯	২.৭	২.৬	২.৫	২.৫	২.৫	

উৎস: অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

-নাট: কাঠা-মাটি ৭ এপ্রিল ২০১৩ তারি-খ হালনাগাদকৃত।